Vol. 38 | No. 3 | 1995

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা অনার্সের পাঠক্রমের বিবর্তন : ১৯২১-৯৫

Volume	38
Issue	3
Year	1995
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সাঈদ-উর রহমান
Published online	June 1, 1995
DOI	10.62328/sp.v38i3.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v38i3.8
Pages	195-216
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৮ : সংখ্যা ৩

Check for updates

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা অনার্সের পাঠক্রমের বিবর্তন : ১৯২১-৯৫

সাঈদ-উর রহমান

সংস্কৃত-বাংলা বিভাগের অংশ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার পঠন-পাঠন শুরু হয়েছিল ১৯২১ সালেই। ১৯৩৭ সালে বাংলা বিভাগ পৃথক হয়ে যায়, যদিও পরে কয়েকবার আবার সংস্কৃত ও পালির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এই দীর্ঘ ৭৫ বছরে বাংলা বিভাগের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে বারংবার পরিবর্তন করা হয়েছে। সেই বিকাশের ইতিবৃত্ত এবং এর নানা বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণ বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য-বিষয়।।

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে বাংলার শুভারম্ভ হয়েছিল ১৯৩৭ সালের ১৬ই আগস্ট; কিন্তু সংস্কৃত-বাংলা বিভাগে বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠনের শুরু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বছর ১৯২১ সাল থেকেই। বিভাগের অনার্স স্কুল ছিলো দুটো: সংস্কৃত-বিদ্যা (Sanskritic studies), এবং সংস্কৃত-বাংলা। আমরা আলোচনা করছি দ্বিতীয়টি নিয়ে। সেখানে অনার্স কোর্স ছিল তিন বছরের, এবং ৮০০ নম্বরের আটটি পত্রের। পাঠক্রম ও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচিত হতো ইংরেজিতে; পরীক্ষার্থীদের জবাব লিখতে হতো কোনোটির ইংরেজি ভাষায়, কোনোটির বাংলা ভাষায়। প্রথম দিকে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। প্রথম ব্যাচে ছাত্র ছিলেন সম্ভবত একজন —বিষাদভূষণ দাশগুপ্ত; ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৪ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে। পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণি লাভ করেছিলেন। পরের ব্যাচেও ছাত্র ছিলেন একজন— গণেশচরণ বসু। তিনিও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষক ছিলেন শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী বিএ; রাধাগোবিন্দ বসাক এম এ ; গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য এম এ; মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম এ, বিএল; চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ ও পণ্ডিত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সেবার বহিঃস্থ পরীক্ষক ছিলেন চোদ্দ জন।

দুই

সংস্কৃত-বাংলা অনার্স কোর্সের পাঠক্রম প্রণীত হয়েছিল সংস্কৃত সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যে মিলিয়ে। ১৯২১ সালে বাংলা পড়াতেন একমাত্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ; বাংলা অংশের পাঠক্রমও তিনি তৈরি করেছিলেন। ১৯৬৩ সালে বাংলা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' অনুষ্ঠানে পঠিত প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন :

> আমি বাংলা অনার্স শ্রেণীর জন্য প্রাচীন বাংলা পাঠ্যবিষয় নির্দেশ করি আর তার জন্য বৌদ্ধগান পাঠ্য স্থির করি। শাস্ত্রী মহাশয় আমার প্রস্তাব শুনে বললেন- এ পড়াবে কে?
> আমি বললাম 'আজ্ঞে, আমি পড়াব।'
> তিনি বললেন 'তুমি পড়াতে পারবে ?'
> আমি বললেন-'আপনার আশীর্বাদ থাকলে নিশ্চয়ই আমি পারবো'। তাতে তিনি খুশি হয়ে বললেন-'বাহ্, বেশ।'

১৯২৪ সালে অনুষ্ঠিত ১৯২১-২২ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষায় পাঠক্রমে আর কি-কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল তা জানা যায়নি: তবে দুই বছর পরে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা হয়েছিলো নিম্নের পাঠক্রম অনুযায়ী :

১ম পত্র : Elements of Sanskrit Grammar
২য় পত্র : Principles of comparative philology with elements of Prakrit
৩য় পত্র : Sanskrit poetry
৪র্থ পত্র : Sanskrit Drama
৫ম পত্র : History of Bengali Literature
ষষ্ঠ পত্র : Old Bengali poetry
৭ম পত্র : Bengali Literature from 1850 to the present
৮ম পত্র : Time with prescribed books for special study.

এই পাঠক্রমে বাংলা সাহিত্যের জন্য নির্ধারিত ছিল চারটি পত্র—পঞ্চম থেকে অষ্টম। 'প্রাচীন বাংলা কবিতা' পত্রে পড়ানো হতো *বৌদ্ধগান ও দোহা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, রামায়ণ* (কৃত্তিবাস) ও *গোরক্ষ বিজয়* (মুনশী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত)। সপ্তম ও অষ্টম পত্রের জন্য একত্রে নির্দিষ্ট ছিল ১৫টি বই:

১। টেকচাঁদ ঠাকুর : *আলালের ঘরের দুলাল*।
২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : *সীতার বনবাস*।
৩। ভূদেব মুখোপাধ্যায় : *পুষ্পাঞ্জলি*।
৪। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : *বাল্মীকির জয়*।
৫। মোজাম্মেল হক : *ফেরদৌসী রচিত*।
৬। মাইকেল মধুসূদন দত্ত : *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য*।
৭। হেমচন্দ্র ব্যানার্জী : *দশমহাবিদ্যা*।
৮। নবীনচন্দ্র সেন : *অমিতাভ*।
৯। অক্ষয়কুমার বড়াল : *এষা*।
১০। বিহারীলাল চক্রবর্তী : *সারদামঙ্গল সঙ্গীত*।
১১। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার : *মহিলা*।
১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *পঞ্চভূত, চয়নিকা*।
১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *রাজা ও রাণী*।
১৪। অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত : *বঙ্কিমচন্দ্র*।

এই পাঠক্রমটি বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয় ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতে সমর্থ হলেও, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত না-হওয়া লক্ষ করার মতো। প্রাচীন সাহিত্য অংশে বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য কিংবা প্রণয় কাব্য; এবং আধুনিক সাহিত্য অংশে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পাঠ্যসূচিতে রাখা হয়নি। কোনো প্রণয়কাব্য তখনো সম্পাদিত হয়নি বলে হয়ত পাঠক্রমে রাখা হয়নি; কিন্তু পদাবলী

অথবা মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে তা বলা যাবে না। হতে পারে যে, একশ নম্বরের একটি পত্রে অতিরিক্ত বিষয় পড়ানো সম্ভব ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস হয়ত পড়ানো হয়নি তাঁর সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেটা কর্তৃপক্ষের মনে থাকতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের লেখাকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে তাঁর তিনটি রচনা পাঠ্য করে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্তর্নিহিত গুরুত্বের বিষয়টি স্মরণে রেখেও বলা যায় যে, এর পেছনে কারণ ছিলো দুটো- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথকে অপাংক্তেয় করে রাখার মনোভাবের প্রতিবাদ;[১ক] এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সঙ্গে কবির বিশেষ যোগাযোগ। কবির আগ্রহে তাঁর স্নেহভাজন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ বিভাগের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি পেয়েছিলেন।[১খ] মোজাম্মেল হক-এর 'ফেরদৌসী চরিত' পাঠ্য করে কর্তৃপক্ষ বাংলা সাহিত্যের বিকাশে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনাকে স্বীকার করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকালের বাংলা পাঠক্রমের সঙ্গে সামান্য তুলনা কৌতূহলোদ্দীপক হতে পারে। ১৯১৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে *'ইণ্ডিয়ান ভার্নাকুলারস ডিপার্টমেন্ট'* নাম দিয়ে বাংলা, হিন্দি, আসামি প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় এম এ পড়ানো শুরু হয়েছিল; নতুন সিলেবাসে বাংলায় এম এ পরীক্ষা গৃহীত হয়েছিল ১৯২০ সাল থেকে। পাঠক্রম ছিল নিম্নরূপ[২] :

প্রথম পত্র : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- প্রাচীন যুগ হতে ১৮৫০ পর্যন্ত। বিশেষ যুগ—ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্য।

দ্বিতীয় পত্র : (১) *বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়* : (দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত)
(২) ময়নামতির পান।

তৃতীয় পত্র : (১) *চণ্ডীমঙ্গল* (মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ)
(২) *মেঘনাদবধকাব্য* (মাইকেল মধুসূদন দত্ত)।

চতুর্থ পত্র : (১) বাংলা সাহিত্যে বাংলা গদ্যরীতির বিবর্তন : ১৮০০-১৮৫৭
(২) বাংলা সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব : ১৮৫৭-১৮৮০।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ পত্র : বিকল্প ভাষা।

সপ্তম পত্র : মৌলিক ভাষা।

অষ্টম পত্র : ভাষাতত্ত্ব।

ঢাকা ও কলিকাতার পাঠক্রমের তুলনা সঙ্গত হবে না—কারণ ঢাকায় পড়ানো হচ্ছে অনার্স ও এম এ; অপরদিকে কলিকাতায় শুধু এম এ (অনার্স কোর্স চালু

হয়েছে অনেক পরে ১৯৪১ সালে)। তবে বলা যায়, ঢাকায় পড়ানো হচ্ছে অনেক বেশি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি মাত্র বই কলিকাতায় পাঠ্য ছিল; ঢাকায় ছিল তেরজন লেখকের পনেরটি বই। কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও চর্যাপদ পাঠ্য ছিল না; ঢাকায় বাদ ছিল বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য ও বঙ্কিমচন্দ্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব পড়ানো হতো; ঢাকায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় দাবি করা হয়েছে যে, তাদের পাঠক্রমের আদর্শেই ঢাকারটি প্রণীত হয়েছিল।[৩] সেটা এই অর্থে সত্য যে, প্রথম যুগের দুজন শিক্ষক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসে ঢাকায় যোগ দিয়েছিলেন; এবং কলিকাতার সিলেবাসের সীমাবদ্ধতা মনে রেখে ঢাকার সিলেবাস পূর্ণাঙ্গ ও প্রাগ্রসর করায় আগ্রহী ছিলেন।

১৯২৭ সালের পাঠক্রমে সপ্তম ও অষ্টম পত্র আলাদাভাবে চিহ্নিত হয়েছে :

সপ্তম পত্র : Bengli prose Literature

১। টেকচাঁদ ঠাকুর : *আলালের ঘরের দুলাল*

২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : *সীতার বনবাস*

৩। ভূদেব মুখোপাধ্যায় : *সামাজিক প্রবন্ধ*

৪। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : *বাল্মীকির জয়*

৫। একরামুদ্দিন : *রবীন্দ্র প্রতিভা*

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *রাজা ও রাণী*

৭। অক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত : *বঙ্কিমচন্দ্র*।

এই পত্রে শুধু একটি পাঠ্যবই বদল করা হয়েছে—মোজাম্মেল হকের *ফেরদৌসী চরিত*-এর বদলে একরামুদ্দিনের *রবীন্দ্র প্রতিভা*। বাদ পড়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পঞ্চভূত'। অষ্টম পত্রে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এর *দশমহাবিদ্যার* বদলে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের *তীর্থরেণু* অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অষ্টম পত্র : Bengali poetry Literature from 1850 to the present time with prescribed books for special study

১। মাইকেল মধুসূদন দত্ত : *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য*

২। নবীনচন্দ্র সেন : *অমিতাভ*

৩। অক্ষয়কুমার বড়াল : *এষা*

৪। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : *তীর্থরেণু*

৫। বিহারীলাল চক্রবর্তী : *সারদামঙ্গল সঙ্গীত*

৬। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার : *মহিলা*

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *চয়নিকা*।

১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত অনার্স পরীক্ষায় পাঠক্রমে পরিবর্তন ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ৮০০ নম্বরের মধ্যে ২০০ নম্বর ছিল সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে, ১০০ নম্বর তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও পালিপ্রাকৃত সম্পর্কে (তৃতীয় পত্র : Elements of Prakrit and Pali with a general knowledge of comparative philology) এবং বাকি ৫০০ নম্বর বাংলা সাহিত্য নিয়ে : চতুর্থপত্রে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পঞ্চমপত্রে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য (বৌদ্ধগান ও দোহা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও মানিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল); ষষ্ঠ পত্রে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য (অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী; সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত ; কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও গোরক্ষ বিজয়); সপ্তম পত্রে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে (মেঘনাদবধ কাব্য, বিষবৃক্ষ, নীলদর্পণ, চয়নিকা, বিসর্জন ও পঞ্চভূত)। অষ্টম পত্রটি সম্পূর্ণ নতুন—প্রবন্ধ রচনা এবং সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাংলা থেকে অনুবাদ (Essay: Unseen to be selected from Sanskrit, Prakrit and Bengali)। সে বছরেই মৌখিক পরীক্ষার প্রবর্তন করা হয়, তবে কোনো নম্বর নির্দিষ্ট করে রাখা হয়নি — but which may be used as an aid in placing the candidate in the class list.

এই সিলেবাসের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সংস্কৃত সাহিত্যের গুরুত্ব কমিয়ে বাংলা সাহিত্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি করা; তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব-পাঠ প্রবর্তন করা; প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের সাহিত্য আলাদাভাবে পঠনের ব্যবস্থা করা; পদাবলী মঙ্গলকাব্য, বঙ্কিমসাহিত্য অন্তর্ভুক্ত করা, রবীন্দ্রসাহিত্যের গুরুত্ব আরো বাড়ানো (সপ্তম পত্রের পাঠ্য ছয়টি বইয়ের মধ্যে তিনটিই রবীন্দ্রনাথের) ; মুসলমান লেখকসহ কম গুরুত্বপূর্ণ সব লেখকের রচনা বাদ দেয়া। মানিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল খুব প্রাচীন রচনা বলে ধারণা করা হতো বলে (ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে রচনাকাল ১৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে) প্রাচীন বাংলা সাহিত্য পত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (সাম্প্রতিক গবেষণায় তাঁকে আঠার শতকের শেষার্ধের বলে গণ্য করা হয়।) ১৯২৯-৩০ সালের শিক্ষাবর্ষের পাঠক্রমে পঞ্চম ও ষষ্ঠ পত্রের নামকরণ অদল-বদল হয়েছে: পঞ্চম পত্রের নামকরণ হয়েছে 'প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগের বাংলা'– পড়ানো হচ্ছে বৌদ্ধগান ও দোহা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণব পদাবলী; ষষ্ঠ পত্রের নাম করা হয়েছে 'অন্ত মধ্যযুগের বাংলা'—পাঠ্যবই কবিকঙ্কণ চণ্ডী, গোরক্ষবিজয় ও ঘনরামের ধর্মমঙ্গলকাব্য। ১৯৩১-৩২ শিক্ষাবর্ষে সংস্কৃত সাহিত্যের পঠন সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে ভাষা হিসেবে সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত রাখা হয়েছে। শূন্যপুরাণও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৩৪-৩৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংস্কৃত-বাংলা অনার্স কোর্সের নামকরণ ছিল'বাংলা।' ১৯৩৬ সাল থেকে বাংলা সাহিত্যের জন্য নম্বর আরো ১০০ বৃদ্ধি করা হয়।

তিন

১৯৩৭ সালে বাংলা বিভাগ স্বতন্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। বিভাগে শিক্ষক ছিলেন পাঁচজন: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (রিডার ও বিভাগীয় প্রধান), মোহিতলাল মজুমদার বিএ (লেকচারার, ক্লাস ওয়ান), গণেশচরণ বসু (লেকচারার, ক্লাস টু), আশুতোষ ভট্টাচার্য ও জসীম উদ্‌দীন। নতুন বিভাগের আওতায় অনুষ্ঠিত বিএ (অনার্স) পরীক্ষা হয়ছিল নিম্নোক্ত পাঠক্রম অনুসারে :

প্রথম পত্র : Elements of Basic Languages; (পড়ানো হতো উলনারের *Introduction to Prakrit*; বিধুশেখর শাস্ত্রীর *পালি প্রকাশ*। পরীক্ষার্থীদের সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জনের জন্যও বলা হয়েছিল।)

দ্বিতীয় পত্র : Elements of comparative philology, with special reference to Indo Aryan; পাঠ্য ছিল তারাপুরওয়ালার *Science of Language*: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *The Origin and Development of Bengali Language* গ্রন্থের ভূমিকাংশ)।

তৃতীয় পত্র : History of Bengali Literature; (সহায়ক বই: দীনেশ চন্দ্র সেন-এর *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য;* সুশীলকুমার দে-র *Bengali Literature in the 19 th Century* ; এবং বিশ্বকোষ এর অন্তর্ভুক্ত 'বঙ্গ সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ।)

চতুর্থ পত্র : Old and Early Middle Bengali;(পাঠ্য বই: *বৌদ্ধ গান ও দোহা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী ও শূন্যপুরাণ*।

পঞ্চম পত্র : Late Middle Bengali; (পাঠ্য বই-*কবিকঙ্কণ চণ্ডী, গোরক্ষ বিজয়, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, ও কালিকামঙ্গল।)*

ষষ্ঠ পত্র : Modern Bengali prose (পাঠ্য বই: *বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়* গ্রন্থে সংকলিত আদি বাংলা গদ্যের নমুনা বিষয়ক অংশ; *আলালের ঘরের দুলাল, কমলাকান্তের দপ্তর, গল্পগুচ্ছ, সাহিত্য* (রবীন্দ্রনাথ) ও *জিজ্ঞাসা* (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।)

সপ্তম পত্র : Modern Bengali poetry and drama: (পাঠ্যবই : *মেঘনাদবধকাব্য, সারদামঙ্গল, নীলদর্পণ, প্রফুল্ল, চয়নিকা* এবং *কুহু ও কেকা*)।

অষ্টম পত্র : (a) Essay

(b) Unseen from old and modern Bengali.

এই সিলেবাস প্রায় অপরিবর্তিত থেকেছে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত —প্রত্যেক বছর দু-একটি পাঠ্য/সহায়ক বই যুক্ত-বিযুক্ত হয়েছে মাত্র। ১৯৪২ সালে কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন করে বাংলা সাহিত্যের জন্য নির্ধারিত হয়েছে দ্বিতীয় থেকে অষ্টম

পত্র পর্যন্ত। প্রচলিত প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র সমন্বিত করে প্রথমপত্র পুনর্গঠিত হয়েছে। সাহিত্য বিষয়ক পত্রগুলি হচ্ছে ঃ দ্বিতীয় পত্র (History of Bengali literature): তৃতীয় পত্র (Old & Early Middle Bengali); চতুর্থ পত্র (Late Middle Bengali); পঞ্চম পত্র (Modern Bengali poetry); ষষ্ঠ পত্র (Modern Bengali prose); সপ্তম পত্র ; (Drama & literary critcism:); অষ্টম পত্র (A : Essay & unseen from middle & modern Bengali ; B: Grammar & Rhetoric)। প্রথমবারের মত *মৈমনসিংহ গীতিকা* পাঠ্য করা হয়েছে চতুর্থ পত্রে; পাঠ্য হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের *চন্দ্রশেখর*, শরৎচন্দ্রের *শ্রীকান্ত* (ষষ্ঠপত্র); রবীন্দ্রনাথের *চিত্রাঙ্গদা*, দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ* এবং গিরীশচন্দ্র ঘোষের *জনা* (সপ্তম পত্র)। ১৯৪৪ সালের সিলেবাসে *গোরক্ষ বিজয়* এর পরিবর্তে *গোপীচন্দ্রের গান* অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রভৃতি মিলে সেকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামগ্রিকভাবে ও বাংলা বিভাগ বিশেষভাবে দুরবস্থার মধ্যে পতিত হয়েছিল। ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক সংখ্যাও। ১৯৪৩-৪৪ শিক্ষাবর্ষে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মোহিতলাল মজুমদার অবসর নেন; জসীমউদ্‌দীন ছুটিতে যান। ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে ড. মনোমোহন ঘোষ রিডার ও বিভাগীয় প্রধানরূপে যোগ দেন, কিন্তু বিভাগ ত্যাগ করেন ১৯৪৭ সালে জানুয়ারী মাসে। একই মাসে পদত্যাগ করেন আশুতোষ ভট্টাচার্য। ফেব্রুয়ারী মাসে মারা যান খণ্ডকালীন শিক্ষক নলিনীকান্ত ভট্টশালী। ১৯৪৭-৪৮ সালে সম্ভবত গণেশচরণ বসু একাই বিভাগে পূর্ণকালীন শিক্ষক ছিলেন। সেই অবস্থায় ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে দেশবিভাগ হলে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

চার

দেশ বিভাগ-উত্তরকালের দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হচ্ছে ১৯৪৮-৪৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলা ভাষায় উত্তর লেখার নিয়ম চালু করা এবং মৌখিক পরীক্ষায় ১০০ নম্বর বরাদ্দ করে ১৯৫২ সাল থেকে অনার্স কোর্সের সর্বমোট নম্বর ৯০০-তে উন্নীত করা। মৌখিক পরীক্ষায় পাশ নম্বর ছিল ৩০; যাঁরা এতে ফেল করবেন তাঁরা সবগুলিতে ফেল বলে গণ্য হবেন।

পাঠ্যবিষয়ে আরো পরিবর্তন করার জন্য বিভিন্ন দিক থেকে চাপ আসছিল। আন্তরিকভাবেও অনেকে পরিবর্তন কামনা করতেন। একটি ঘটনা উল্লেখ করার মতো। চট্টগ্রাম কলেজের বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন লেকচারার আবুল ফজল ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে (তিনি তখন পুনরায় বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন) ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিলেন মুসলমানদের আবেগ, ধারণা ও রুচিকে আহত করে

যেসব রচনা সেগুলিকে পরিহার করে মুসলমান লেখকদের রচনা পাঠ্য তালিকাভুক্ত করার জন্য। 'তাহলেই পাকিস্তান হাসিলের সঙ্গে রচিত হবে সংগতি আর মুসলমানদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক চেতনা পাবে কিছুটা তৃপ্তি।' চিঠি লেখার পরও কোনো সুফল না হওয়ায় তিনি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ছদ্মনামে *জিন্দেগী* পত্রিকায় সেই বক্তব্য সংবলিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটি অনূদিত হয়ে মুদ্রিত হয় করাচী থেকে প্রকাশিত ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের মুখপাত্র *দি ডন* পত্রিকায় এবং কড়া সমালোচনামূলক প্রবন্ধও লেখা হয় এর সমর্থনে। আবুল ফজল বলেছেন : 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় এর পর কিছু রদবদল শুরু হলো। আপত্তিকর লেখাগুলো ধীরে ধীরে স্থানচ্যুত হলো আর স্থান দেয়া হলো কায়কোবাদ, নজরুল ইসলাম, শাহাদত হোসেন ও জসীম উদ্‌দীনকে।[৭] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৯-৫০ শিক্ষাবর্ষের বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে The syllabuses are being adjusted to the new set up.

পরিবর্তিত পাঠক্রম (১৯৫০-৫১ শিক্ষাবর্ষ) ছিল নিম্নরূপ :

প্রথম পত্র : History of Bengali Literature

দ্বিতীয় পত্র : Old and Early Middle Bengali

(পাঠ্য : *চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণবপদাবলী)*

তৃতীয় পত্র : Late Middle Bengali

(পাঠ্য : *চণ্ডীমঙ্গল, পদ্মাবতী, মৈমনসিংহ গীতিকা* ও সৈয়দ হামজা রচিত *মধুমালতী*)।

চতুর্থ পত্র : Modern Bengali poetry

(পাঠ্য : *শ্রীকান্ত, গল্পগুচ্ছ, কমলাকান্তের দপ্তর, জিজ্ঞাসা)*

ষষ্ঠ পত্র : Drama &literary criticism

(পাঠ্য : *রাজা, নীলদর্পণ, পুনর্জন্ম*)

সপ্তম পত্র : Unseen, Essay, Grammar, Prosody

অষ্টম পত্র : (a) Elements of Basic Languages

or

Elements of Comparative philology

(b) Elements of phonetics.

মুসলমানদের তাহজিব-তমুদ্দুনকে সমৃদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত করার বাসনা পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল থাকলেও এই পাঠক্রমে তেমন সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশিত হয়নি। মধ্যযুগের সাহিত্যের দুটি উল্লেখযোগ্য রচনা— *পদ্মাবতী* ও *মধুমালতী*— এবং উনিশ শতকের *মহাশ্মশান* পাঠ্য তালিকায় এসেছে। এগুলি সাহিত্য হিসেবে

উপেক্ষণীয় নয়। পাঠক্রম প্রণেতারা বিরূপ পরিবেশেও বাংলা সাহিত্যের প্রবহমান ঐতিহ্য এবং সাহিত্যমূল্যকে স্মরণে রেখেছিলেন। ১৯৫৩-৫৪ শিক্ষাবর্ষে কাঠামো অক্ষুণ্ণ থাকে; অদল-বদল হয়েছিল পাঠ্য বইয়ে : দ্বিতীয় পত্রে কৃত্তিবাসী *রামায়ণ* ও শাহ মোহাম্মদ সগীরের *ইউসুফ-জোলেখা*, তৃতীয় পত্রে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের মানসিংহ খণ্ড, চতুর্থ পত্রে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের *মহিলা* কাব্য (অক্ষয়কুমার বড়ালের *এষা* বাদ পড়েছে), পঞ্চম পত্রে *বীরবলের হালখাতা* (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর *জিজ্ঞাসা* বাদ পড়েছে), ষষ্ঠ পত্রে গিরীশচন্দ্র ঘোষের নাটক *প্রফুল্ল* অন্তর্ভুক্ত হয়। পর বছর *প্রফুল্ল* ও *রাজা* বাদ পড়ে; অন্তর্ভুক্ত হয় *কৃষ্ণকুমারী* ও *বিসর্জন*। ১৯৫৬-৫৭ শিক্ষাবর্ষেও পরিবর্তন আনা হয়েছে— পাঠক্রম রচিত হয়েছিল বাংলা ভাষায়; *রামায়ণ* ও *ইউসুফ-জোলেখা* বাদ পড়েছিল দ্বিতীয় পত্র থেকে।

১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি করার পর পাকিস্তান সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষাসচিব এস এম শরীফকে চেয়ারম্যান করে 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠন করে। কমিশনের রিপোর্ট প্রেসিডেন্টের নিকট পেশ করা হয় ১৯৫৯ সালের ২৬-এ আগস্ট। প্রেসিডেন্ট অনুমোদন করার পর রিপোর্টের সুপারিশের আলোকে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজার উদযোগ নেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৬০-৬১ শিক্ষাবর্ষ থেকে পাঠক্রমের কাঠামো, নম্বর বণ্টনপদ্ধতি ও পরীক্ষা-পদ্ধতি বদল করে একটি অধ্যাদেশ জারি করে। অধ্যাদেশের মূল দিকগুলি ছিল : তিন বছরে মোট ১৬০০ নম্বরের পরীক্ষা—অনার্স বিষয়ে ১০০০ (লিখিত ৮০০+ সেশনাল ওয়ার্ক ১৫০+ মৌখিক ৫০); অনুষঙ্গী বিষয়ে ৪০০; ফাংশনাল ইংরেজি : ১০০ + 'বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতির ইতিহাস' : ১০০। পরীক্ষা গৃহীত হবে তিন বছর ধরে (প্রথম বর্ষে ৫০০+ দ্বিতীয় বর্ষে ৬০০+ তৃতীয় বর্ষে ৫০০); প্রথম শ্রেণি, দ্বিতীয় শ্রেণি ও তৃতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হবার জন্য ন্যূনতম নম্বর যথাক্রমে ৭০%, ৬০% ও ৫০%; প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় একাধিক বিষয়ে ফেল করলে অনার্স কোর্সে অধ্যয়ন করার সুযোগ রহিত করা; প্রত্যেক ছাত্রকে শিক্ষক কর্তৃক সারা বছরে মূল্যায়ন করে তিনবার নম্বর দেয়া—মূল্যায়নপত্রে ফেল করলে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত না-করে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে ভর্তির একবার সুযোগ দেয়া।

অধ্যাদেশের আওতায় ১৯৬২-৬৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য নিম্নরূপ পাঠক্রম প্রণীত হয়েছিল :

প্রথম বর্ষ

প্রথম পত্র : অন্ত্যমধ্যযুগের সাহিত্য
(পাঠ্যবই : *লায়লী মজনু, চণ্ডীমঙ্গল, পদ্মাবতী, মানসিংহ, মৈমনসিংহ গীতিকা*)।

দ্বিতীয় পত্র : আধুনিক গদ্যসাহিত্য
(পাঠ্যবই : *কৃষ্ণকুমারী নাটক, সধবার একাদশী, কৃষ্ণকান্তের উইল, গল্পগুচ্ছ, শ্রীকান্ত ও প্রবন্ধ সংগ্রহ* (প্রমথ চৌধুরী)

দ্বিতীয় বর্ষ

তৃতীয় পত্র : আধুনিক বাংলা কবিতা
(পাঠ্যবই : *মেঘনাদবধ কাব্য, সঞ্চয়িতা, মহাশ্মশান, এষা, বিসর্জন*)

চতুর্থ পত্র : প্রাচীন ও আদিমধ্যযুগের বাংলা
(পাঠ্যবই : *চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পদাবলী*)

তৃতীয় বর্ষ

পঞ্চম পত্র : সাহিত্য সমালোচনার নীতি ও আদর্শ
এবং
বিদেশী শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অনুবাদ।

ষষ্ঠ পত্র : ছন্দ প্রকরণ, ব্যাকরণ ও প্রবন্ধ রচনা

সপ্তম পত্র : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

অষ্টম পত্র : মূল ভাষাসমূহের পরিচয়মূলক সাহিত্য, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিবিজ্ঞানের মূলসূত্র।

শরীফ কমিশনের একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা থেকে ছাত্রছাত্রীদের বিরত রাখার উপায় নির্দেশ করা। কমিশন মনে করেছিলেন যে, 'শিক্ষিত সম্প্রদায়-বহির্ভূত বাহিরের দলের নীচ স্বার্থের ধ্বজা যাহারা বহন করে তাহাদের হাত হইতে মুক্ত হওয়া কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য কর্তব্য'।[৮] সেজন্য সেশনাল ওয়ার্ক ও অনুশীলনী পরীক্ষা প্রভৃতি ব্যবস্থা করে ছাত্রদের কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনের মুখে এর সুপারিশ বাস্তবায়ন স্থগিত করলে ১৯৬৩-৬৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে আগের কাঠামোতে প্রত্যাবর্তন করা হয়।

ফাংশনাল ইংরেজি এবং 'বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতির ইতিহাস' নামক দুটি বিষয় অধ্যয়নের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কমিশন সুপারিশ করেছিল, কিন্তু অনার্স বিষয়ের ক্ষেত্রে কি-কি পড়ানো হবে, সেটা নির্ধারণ করার দায়িত্ব ছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। বাংলা বিষয়ে এই শিক্ষাবর্ষে অধিক সংখ্যায় পাঠ্যবই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। 'অন্ত্যমধ্যযুগের পত্রে' ১৯৫০-৫১ শিক্ষাবর্ষে পাঠ্য ছিল চারটি বই, ১৯৬২-৬৩ শিক্ষাবর্ষে ছিল পাঁচটি; 'আধুনিক বাংলা গদ্য' পত্রে ১৯৫০-৫১ সালে ছিল চারটি, ১৯৬২-৬৩তে ছিল ছয়টি; 'আধুনিক বাংলা কবিতা' পত্রে প্রথমবার ছিল

চারটি, পরের বার ছিল পাঁচটি। 'বিদেশী শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অনুবাদ' পড়ানো শুরু হয়েছিল ১৯৬২-৬৩ থেকে।

১৯৬৩-৬৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে পুরানো নিয়মই পুনর্বার চালু হয়েছিল। কোন পত্রে সাহিত্যের কোন যুগ পড়ানো হবে তা পুনর্বিন্যস্ত হলেও পাঠ্য বিষয়ে কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। সেবার থেকে নবম পত্রে অনুশীলনী পরীক্ষার জন্য ৭৫ নম্বর ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য ২৫ নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছিল। ১৯৬৫-৬৬ সালে তৃতীয় পত্র থেকে *মৈমনসিংহ গীতিকা* বাদ পড়েছে; কিন্তু বিদেশী শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অনুবাদ-এর বিকল্পে 'বাংলার লোক সাহিত্য' স্থান পেয়েছে। এতে পাঠ্যবিষয় ছিল *মৈমনসিংহ গীতিকার* মহুয়া ও দেওয়ানা মদিনা পালা, উত্তরবঙ্গের *মেয়েলী গীত, ঢাকার লোককাহিনী, লালনগীতি* ও *যশোর-খুলনার ছড়া*। 'আধুনিক বাংলা কবিতা' পত্রে *এষা* কাব্য বাদ দিয়ে *স্মরগরল*; 'আধুনিক বাংলা গদ্য' পত্রে *কৃষ্ণকান্তের উইল* বাদ দিয়ে *কপালকুণ্ডলা* পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৬৬-৬৭ শিক্ষাবর্ষে আরো পরিবর্তন এসেছে— *কৃষ্ণকুমারী নাটক* বাদ পড়েছে, অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মাইকেল মধুসূদন দত্তের দুটি প্রহসন; *স্মরগরল* স্থান ছেড়ে দিয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের *অগ্নিবীণা* ও *দোলনচাঁপাকে*।

১৯৬৫ সাল থেকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে সাম্প্রদায়িক চেতনাকে জোরদার করা শুরু হয়। কলকাতা থেকে সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাদি আমদানী বন্ধ হয়—স্কুল -কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু রচিত রচনা যথাসম্ভব বাদ দেয়ার প্রয়াস দেখা দেয়। বাংলা বিভাগ এর দ্বারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশংকা ছিল। সেই পরিস্থিতিতে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ একটি কৌশল গ্রহণ করে হিন্দু দেবদেবীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাব্যগুলো ভিন্ন নামে ঢাকায় পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা নেয়। এর দ্বারা পাঠক্রম অপরিবর্তিত যাকে; ছাত্রছাত্রীদেরও অভাব মেটে। সেভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য *বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য*, বৈষ্ণব পদাবলী *মধ্যযুগের গীতি কবিতা*; চণ্ডীমঙ্গল *কালকেতু উপাখ্যান* ও অন্নদামঙ্গল *মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান* নামে পাঠ্য ও মুদ্রিত হয়। ১৯৬৮-৬৯ শিক্ষাবর্ষে তৃতীয় পত্রে পাঠ্য ছিল (ক) *কালকেতু উপাখ্যান, পদ্মাবতী* ও *মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান*; (খ) লোক সাহিত্য (পাঠ্য পুস্তক পূর্ববৎ) এবং (গ) দোভাষী পুথি ও মর্সিয়া সাহিত্য (পাঠ্যবই: গরীবুল্লাহ বিরচিত *ইউসুফ-জোলেখা* এবং *মোক্তাল হোসেন*; সৈয়দ হামজা বিরচিত *হাতেম তাই* এবং হেয়াত মামুদ এর *জঙ্গনামা*। এখানে (খ) এবং (গ) ছিল একে-অপরের বিকল্প।১৯৭১-৭২ সালের সিলেবাসে পরিবর্তন ছিল সামান্য—'আধুনিক বাংলা কাব্য' পত্রে জসীম উদ্‌দীনের *নকসীকাথার মাঠ* অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সপ্তম পত্রে 'অনুবাদে বিশ্ব সাহিত্য'কে লোক সাহিত্যের বিকল্প না-রেখে বাধ্যতামূলক করা

হয়েছিল এবং এর সাথে যুক্ত হয়েছিল 'সাহিত্যবিচার'। লোকসাহিত্য স্থান পেয়েছিল তৃতীয় পত্রে।

পাঁচ

স্বাধীনতার পর ১৯৭২-৭৩ এর শিক্ষাবর্ষে কয়েকটি রদবদল লক্ষ করা গেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র পূর্ববৎ রয়েছে—তৃতীয় পত্র থেকে 'লোকসাহিত্য'কে সরিয়ে নিয়ে সপ্তম পত্রে বিকল্প পাঠ্য হিসেবে স্থান দেয়া হয়েছে। তৃতীয় পত্রের নাম হয়েছে 'মধ্য ও অন্ত্যমধ্যযুগের বাংলা' এবং পাঠ্য ছিল ছটি কাব্য—*লায়লী মজনু, চণ্ডীমঙ্গল, পদ্মাবতী, অন্নদামঙ্গল, মধুমালতী* (সৈয়দ হামজা) এবং *জঙ্গনামা* (হেয়াত মামুদ)। চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যকে আগের মত 'কালকেতু উপাখ্যান' ও মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' নামে না-রেখে মূল নামে অন্তর্ভুক্ত করার মূল কারণ স্বাধীনতা-উত্তর মুক্ত পরিবেশ। চতুর্থ পত্রে *নকসী কাঁথার মাঠ* বাদ পড়েছে। বাকি পত্র ও পাঠ্যবই ছিল নিম্নরূপ :

পঞ্চম পত্র : আধুনিক বাংলা গদ্য
(পাঠ্য : মাইকেলের প্রহসনদ্বয়, *নীলদর্পণ, কপালকুণ্ডলা, গল্পগুচ্ছ* ও *গৃহদাহ*।)

ষষ্ঠ পত্র : সাহিত্যতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও সাহিত্যবিচার

সপ্তম পত্র : অনুবাদ সাহিত্য
(পাঠ্য : *ইলিয়াড, ইডিপাস, মুখরা রমণী বশীকরণ, মা, মেঘদূত* ও *রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম*।

অথবা

লোকসাহিত্য

অথবা

বাংলাদেশের সাহিত্য (১৯৪৭-৭২)।

অষ্টম পত্র : মুল ভাষাসমূহের উপক্রমণিকা, ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিবিজ্ঞানের মূলসূত্র।

নবম পত্র : বার্ষিক কার্যক্রম ও মৌখিক পরীক্ষা।

স্বাধীনতা উত্তর এই পাঠক্রমের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল 'বাংলাদেশের সাহিত্য'কে তার আওতায় আনা।

১৯৭৩-৭৪ শিক্ষাবর্ষে কোনো গুরুতর পরিবর্তন নেই—কেবল অষ্টম পত্রে মূল ভাষাসমূহের উপক্রমণিকার বিকল্পে 'বাংলা ব্যাকরণ' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৭৪-৭৫ শিক্ষাবর্ষে তৃতীয়পত্রে সৈয়দ হামজা বিরচিত *মধুমালতী* বাদ দিয়ে মুহম্মদ কবির রচিত *মধুমালতী* এবং হেয়াত মামুদের *জঙ্গনামার* পরিবর্তে বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল* পাঠ্য

করা হয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল এই প্রথমবারের মতো পাঠ্যতালিকায় এসেছে। ১৯৭৫-৭৬ শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যবিষয় অপরিবর্তিত রেখে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রের নাম বদল করে যথাক্রমে করা হয়েছে 'প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা' এবং 'মধ্যযুগের বাংলা কাহিনীকাব্য।' 'আধুনিক বাংলা গদ্য' পত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের *অবরোধবাসিনী*।

১৯৭৬-৭৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই ধারার শিক্ষা পদ্ধতি চালু হয়—প্রচলিত পদ্ধতি 'সনাতন পদ্ধতি' নামে অধিভুক্ত কলেজসমূহে চালু থাকে, বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয় 'কোর্স পদ্ধতি।' কোর্স পদ্ধতিতে প্রধানত পরীক্ষা পদ্ধতি ও নম্বর বন্টনে পরিবর্তন আনা হয়; পাঠ্য বিষয়ের গুরুতর অদল-বদল হয়নি। পাঠ্য বিষয়াবলীকে পঞ্চাশ নম্বরের অনেকগুলি কোর্সে বা পত্রে বিভক্ত করা হয়; ছাত্রছাত্রীদের তিন বছরে— ১৬টি কোর্স (১৬×৫০=৮০০ নম্বর) পড়তে হতো। বার্ষিক পরীক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়—প্রথম বর্ষে ৪টি, দ্বিতীয় বর্ষে ৪টি, এবং তৃতীয় বর্ষে বাকি ৮টি। প্রত্যেক কোর্সের নম্বর ভাগ করা ছিল বর্ষশেষে লিখিত পরীক্ষা ৩০ নম্বরে ও সারা বছরে অনুশীলনী পরীক্ষার জন্য ২০ নম্বরে। ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা হতো তৃতীয় বছরের শেষে—প্রতি বর্ষে অধীত কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল। কোর্সবিন্যাস ও পাঠক্রম ছিল নিম্নরূপ :

প্রথম বর্ষ

কোর্স সংখ্যা : পাঠ্য বিষয়

১০১ : রসতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাংলা ব্যাকরণ

১০২ : অন্ত্যমধ্যযুগের কাব্য-১ (*লায়লী মজনু* ও *চণ্ডীমঙ্গল*)

অথবা

১০৩ : অন্ত্যমধ্যযুগের কাব্য-২ (*সতী ময়না-লোরচন্দ্রানী* এবং *মনসামঙ্গল*)

১০৪ : আধুনিক বাংলা কাব্য-১ (*মেঘনাদবধকাব্য, অগ্নিবীণা* ও *চক্রবাক*)

১০৫ : আধুনিক বাংলা নাটক : (*কৃষ্ণকুমারী নাটক* ও *সধবার একাদশী*)

দ্বিতীয় বর্ষ

২০১ : আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য : (*কপালকুণ্ডলা* ও *গৃহদাহ*)

অথবা

২০২ : রবীন্দ্র কথাসাহিত্য (*গল্পগুচ্ছ* ও *চতুরঙ্গ*)

২০৩ : আধুনিক বাংলা কাব্য (রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত কাব্য, ও বিসর্জন)

২০৪ : মধ্যযুগের কাব্য (*পদ্মাবতী* ও *অন্নদামঙ্গল*)

২০৫ : বৈষ্ণব কবিতা ও বাউল গান (নির্বাচিত পদ)

তৃতীয় বর্ষ

৩০১ : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-১

৩০২ : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-২

৩০৩ : প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য (*চর্যাপদ*, ও *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*)।

৩০৪ : ছন্দ ও সাহিত্যসমালোচনার ধারা

৩০৫ : অনুবাদে বিশ্বসাহিত্য–১ (হোমার, সফোক্লিস, সেক্সপীয়ার)

৩০৬ : অনুবাদে বিশ্ব সাহিত্য–২ (গোর্কী, কালিদাস, খৈয়াম)

অথবা

৩০৭ : বাংলা লোকসাহিত্য-১

৩০৮ : বাংলা লোকসাহিত্য-২

অথবা

৩০৯ : বাংলাদেশের সাহিত্য–১ (কবিতা ও নাটক)

৩১০ : বাংলাদেশের সাহিত্য–২ (প্রবন্ধ-গল্প-উপন্যাস)।

৩১১ : ভাষাতত্ত্ব-১ (ধ্বনিবিজ্ঞানের মূলসূত্র)

৩১২ : ভাষাতত্ত্ব-২ (কালানুক্রমিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব।

১৯৭৬-৭৭ সালের পাঠক্রমটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এখানে মূলত বিষয়বিন্যাস ও পরীক্ষা গ্রহণের ওপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পাঠ্যবিষয় কোথাও কোথাও কমেছে : ১৯৭২-৭৩ শিক্ষাবর্ষে সমগ্র মধ্যযুগের কাব্য পাঠ্য ছিল ছয়টি—এবারে দুই কোর্স (১০২/১০৩ এবং ২০৪) মিলিয়ে চারটি। 'আধুনিক বাংলা গদ্য' নামের পত্রটি 'আধুনিক বাংলা নাটক' (১০৫ কোর্স), 'আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য' (২০১ নম্বর কোর্স) ও 'রবীন্দ্র কথাসাহিত্য' (২০২ নম্বর কোর্স) নামক তিনটি কোর্সে বিভক্ত হয়েছে। এই পাঠক্রমের একটি সীমাবদ্ধতা ছিল যে, শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গল্পগুচ্ছ* ও *চতুরঙ্গ* (কোর্স ২০২) পাঠ করেই আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের বিশাল ধারাটি অতিক্রম করার সুযোগ ছিল।

সামান্য অদল-বদল করে এই কাঠামো ও বিন্যাস দীর্ঘকাল চালু রাখা হয়। তারপরে বড় ধরনের পরিবর্তন করা হয় ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষ থেকে। প্রতি কোর্সের নম্বর বিন্যস্ত হয় ৪০+১০ করে। ১০ নম্বর রাখা হয়েছিল প্রতি কোর্সে বছরে দুটি অনুশীলনী পরীক্ষার জন্য। সমগ্র কাঠামো ও পাঠক্রম ছিল নিম্নরূপ :

প্রথম বর্ষ

১০১ : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-২ (১৮০১ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত)

১০২ : রূপতত্ত্ব, অলংকার ও বাংলা কবিতার ছন্দ

১০৩ : আধুনিক বাংলা কবিতা-১ (*মেঘনাদবধকাব্য, বঙ্গসুন্দরী, অগ্নিবীণা*)

১০৪ : আধুনিক বাংলা কবিতা-২ (*মেঘনাদবধকাব্য, অশ্রুমালা, সিন্ধু হিন্দোল*)

১০৫ : আধুনিক বাংলা নাটক-১ (*কৃষ্ণকুমারী নাটক, সধবার একাদশী* ও *জমীদার দর্পণ*)

বিকল্প

১০৬ : আধুনিক বাংলা নাটক-২ (মাইকেলের প্রহসনদ্বয়, *নীলদর্পণ, সাজাহান*)

দ্বিতীয় বর্ষ

২০১ : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-১ (আদিকাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত)

২০২ : ধ্যযুগের কাব্য (*বৈষ্ণব পদাবলী, লায়লী মজনু, চণ্ডীমঙ্গল*)

বিকল্প

২০৩ : মধ্যযুগের কাব্য (*বৈষ্ণব পদাবলী, পদ্মাবতী, অন্নদামঙ্গল*)

বিকল্প

২০৪ : মধ্যযুগের কাব্য (*বৈষ্ণব পদাবলী,* শাহ মোহাম্মদ সগীরের *ইউসুফ-জোলেখা,* বিজয় গুপ্তের *পদ্মাপুরাণ*)

২০৫ : আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য (*কপালকুণ্ডলা, গল্পগুচ্ছ, গৃহদাহ*)

বিকল্প

২০৬ : আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য (*বিষবৃক্ষ, গল্পগুচ্ছ, চতুরঙ্গ*)

বিকল্প

২০৭ : আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য (*কৃষ্ণকান্তের উইল, গল্পগুচ্ছ, পদ্মানদীর মাঝি*)

২০৮ : রবীন্দ্রসাহিত্য-১ (মানসী, সোনারতরী, চিত্রা, কল্পনা, বিসর্জন, আধুনিক সাহিত্য)

বিকল্প

২০৯ : রবীন্দ্রসাহিত্য-২ঃ (*মানসী, সোনরতরী, চিত্রা, কল্পনা, রক্তকরবী, সাহিত্য*)

বিকল্প

২১০ : রবীন্দ্রসাহিত্য-৩ (*মানসী, সোনারতরী, চিত্রা, কল্পনা, মুক্তধারা, সাহিত্যের পথে*)।

তৃতীয় বর্ষ

৩০১ : প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য (*চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*)

৩০২ : সাহিত্যতত্ত্ব (প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্যতত্ত্ব : সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব)

৩০৩ : সাহিত্য সমালোচনার ধারা-১ (আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমালোচনার ধারা)

বিকল্প

৩০৪ : সাহিত্য সমালোচনার ধারা-২ (আধুনিক বাংলা সাহিত্যসমালোচনার ধারা)

৩০৫ : অনুবাদে বিশ্বসাহিত্য-১ (*ইলিয়াড, ইডিপাস, মেঘদূত*)

৩০৬ : অনুবাদে বিশ্বসাহিত্য-২ (*মহাভারত, রুবাইয়াত ই ওমর খৈয়াম, ওথেলো*)

বিকল্প

৩০৭ : অনুবাদে বিশ্বসাহিত্য-৩ (*ক্লেদজ কুসুম* বোদলেয়ার, *আনা কারেনিনা* : টলস্টয়, *ডলস হাউস* : ইবসেন)

৩০৮ : বাংলা লোকসাহিত্য-১

৩০৯ : বাংলা লোকসাহিত্য-২ (*মৈমনসিংহ গীতিকা, লালনগীতিকা*, প্রবাদ, প্রবচন)।

বিকল্প

৩১০ : বাংলা লোকসাহিত্য-৩ (*হারামণি* ৫ম খণ্ড; *ঢাকার লোককাহিনী; যশোর-খুলনার ছড়া*)

৩১১ : বাংলাদেশের সাহিত্য-১ কবিতা (১৯৪৭ সাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত)

৩১২ : বাংলাদেশের সাহিত্য-২ উপন্যাস ও ছোটগল্প (ঐ)

বিকল্প

৩১৩ : বাংলাদেশের সাহিত্য-৩ নাটক ও প্রবন্ধ (ঐ)

৩১৪ : আধুনিক বাংলা সাহিত্য-১ (*কবি* : তারাশঙ্কর, *স্বগত*: সুধীন্দ্রনাথ দত্ত; *তপস্বী ও তরঙ্গিনী*: বুদ্ধদেব বসু)

বিকল্প

৩১৫ : আধুনিক বাংলা সাহিত্য-২ ঃ (*তিতাস একটি নদীর নাম* : অদ্বৈত মল্লবর্মণ; *সাহিত্যচর্চা* : বুদ্ধদেব বসু : *দুই তীর ও অন্যান্য গল্প* : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ)

বিকল্প

৩১৬ : আধুনিক বাংলা সাহিত্য-৩ (*বনলতা সেন* : জীবনানন্দ দাশ; *চোরাবালি* : বিষ্ণু দে : *অর্কেস্ট্রা* : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত; পারাপার : *ছাড়পত্র* : সুকান্ত ভট্টাচার্য :

৩১৭ : ভাষাতত্ত্ব-১

৩১৮ : ভাষাতত্ত্ব-২

১৯৭৬-৭৭ এবং ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষ থেকে শুরু হওয়া দুটি পাঠক্রমের মধ্যে তুলনা করা যায় : প্রথম বছর সাহিত্যের ইতিহাসের আওতা ১৯৪৭ পর্যন্ত ছিল--- পরের বার সেটা ১৯৭১ সাল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে; রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠক্রমে প্রথমবার অন্তর্ভুক্ত ছিল কবিতা-নাটক-কথাসাহিত্য; পরের বছর প্রবন্ধ সাহিত্যও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; হ্রাস পেয়েছে নজরুল সাহিত্যপাঠ---প্রথম পর্যায়ে পাঠ্য ছিল দুটি কাব্য, দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি। প্রথম পর্যায়ে ছিল ২২টি কোর্স---পরে সে সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৪-এ; বাংলাদেশের সাহিত্য কোর্সসমূহের সীমা ১৯৭১ থেকে বাড়িয়ে বর্তমানকালের রচনাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; ১৯৯০-৯১ সালের পাঠক্রমে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' শিরোনামের কোর্সগুলোতে তিরিশোত্তর বাংলা সাহিত্যকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা আগে ছিল না।; 'সাহিত্য সমালোচনার ধারা, এবং 'অনুবাদে বিশ্বসাহিত্য' কোর্সকে ব্যাপক করা হয়েছে।

তবে বিকল্প কোর্সের সংখ্যা বৃদ্ধি করা একাডেমিক মানদণ্ডে খুব প্রয়োজন ছিল মনে হয় না।

১৯৯৩-৯৪ এর পাঠক্রম থেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের একটি প্রহসন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ পরিত্যক্ত হয়; সংযোজিত হয় 'বাংলা ব্যাকরণ' শিরোনামায় ৩১৯ নম্বর কোর্স। এর ফলে মোট কোর্সের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫। পরবর্তী বছরেও তা অক্ষুণ্ণ থাকে; কিন্তু ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যবিষয়কে নতুনভাবে বিন্যাসপূর্বক অনার্স কোর্স ও অনুষঙ্গী কোর্স মিলিয়ে 'সমন্বিত কোর্স পদ্ধতি' চালু হয় ১৯৯৫ সালের ১লা জুলাই থেকে। বিএ (অনার্স) পরীক্ষার জন্য সর্বমোট নম্বর নির্ধারণ করা হয় ১৫০০ : লিখিত পরীক্ষায় ১৪০০, অনুশীলনী পরীক্ষায় ৫০ ও তৃতীয় বর্ষের শেষে অনুষ্ঠেয় মৌখিক পরীক্ষায় ৫০। পরীক্ষা হবে প্রতিবর্ষ শেষে : প্রথম বর্ষে ৪১৫ (লিখিত ৪০০+অনুশীলনী ১৫), দ্বিতীয় বর্ষে ৫১৫ (লিখিত ৫০০+অনুশীলনী ১৫), তৃতীয় বর্ষে ৫৭০ (লিখিত ৫০০ + অনুশীলনী ২০ + মৌখিক ৫০)। পাঠ্যবিষয়কে বিভক্ত করা হয়েছে দুটি গুচ্ছে : বাংলা সাহিত্য বিষয়ক পূর্বতন অনার্স বিষয়কে ক গুচ্ছে-প্রতিটি কোর্সের পূর্ণমান ৫০; পূর্বতন অনুষঙ্গী বিষয়কে খ গুচ্ছে---প্রতিটি কোর্সের পূর্ণমান ১০০।

প্রথম বর্ষ

ক-গুচ্ছ

১০১ : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)

১০২ : রূপ, অলঙ্কার ও ছন্দ

১০৩ : বাংলা কবিতা (*মেঘনাদবধকাব্য, বঙ্গসুন্দরী* ও *অগ্নিবীণা*)

১০৪ : বাংলা নাটক (*কৃষ্ণকুমারী নাটক, নীলদর্পণ* ও *সাজাহান*)

খ-গুচ্ছ : (২টি কোর্স নিতে হবে)

১১০ : ইংরেজি ভাষা

১১১: বাংলা ভাষা

১১২ : মনোবিজ্ঞান

১১৩ : সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত।

দ্বিতীয় বর্ষ

ক–গুচ্ছ

২০১ : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)

২০২ : বৈষ্ণব পদাবলী।

২০৩ : মঙ্গলকাব্য ও রোমান্স প্রণয়োপাখ্যান : (*চণ্ডীমঙ্গল* ও *পদ্মাবতী*)

বিকল্প

২০৪ : মঙ্গলকাব্য ও রোমান্স প্রণয়োপাখ্যান : (*ইউসুফ-জোলেখা* : *শাহ মুহম্মদ সগীর* ও *অন্নদামঙ্গল*)

২০৫ : কথাসাহিত্য (*কপালকুণ্ডলা* ও *বিষাদসিন্ধু*)

২০৬ : রবীন্দ্রকাব্য (*মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, কল্পনা* ও *ক্ষণিকা*)

২০৭ : কথাসাহিত্য (*গল্পগুচ্ছ*, পল্লীসমাজ : *শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়*)।

খ-গুচ্ছ (২টি কোর্স নিতে হবে)

২১০ : উপমহাদেশের ইতিহাস (বাংলাদেশের ওপর বিশেষ গুরুত্বসহ-প্রাচীনকাল থেকে ১৯৪৭)

২১১ : সমাজ বিজ্ঞান

২১২ : দর্শন

২১৩ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

২১৪ : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির মূলসূত্র।

তৃতীয় বর্ষ

ক-গুচ্ছ

৩০১ : প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য (*চর্যাপদ* ও *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*)

৩০২ : সাহিত্যতত্ত্ব (প্রাচীন গ্রীক, রোমান ও সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব)

৩০৩ : পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার ধারা (উনিশ ও বিশ শতক)

বিকল্প

৩০৪ : বাংলা সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার ধারা।

৩০৫ : বাংলা অনুবাদে বিশ্বসাহিত্য : (*ইলিয়াড* ও *ইডিপাস*)

বিকল্প

৩০৬ : বাংলা অনুবাদে বিশ্বসাহিত্য : (*মহাভারত*, *মেঘদূত*)

বিকল্প

৩০৭ : লোকসাহিত্যতত্ত্ব

বিকল্প

৩০৮ : বাংলা লোকসাহিত্য।

৩০৯ : বাংলাদেশের কবিতা ও নাটক (১৯৪৭ থেকে বর্তমান পর্যন্ত)

বিকল্প

৩১০ : বাংলাদেশের কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধ (১৯৪৭ থেকে বর্তমান পর্যন্ত)

৩১১ : বাংলা ছোটগল্প (*শ্রেষ্ঠগল্প* : সৈয়দ মুজতবা আলী ও *প্রাগৈতিহাসিক* : মানিক বন্দোপাধ্যায়)।

বিকল্প

৩১২ : বাংলা ছোটগল্প (*জলসাঘর* : তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় ও প্রস্তর ফলক: শওকত ওসমান)।

৩১৩ : বাংলা নাটক (*রক্তকরবী* : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও *তরঙ্গভঙ্গ* : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ)

বিকল্প

৩১৪ : বাংলা নাটক (*কবর* : মুনীর চৌধুরী ও *টিনের তলোয়ার* : উৎপল দত্ত)

৩১৫ : বাংলা প্রবন্ধ (*বিবিধ প্রবন্ধ* : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও *সংস্কৃতি কথা*: মোতাহের হোসেন চৌধুরী)।

বিকল্প

৩১৬ : বাংলা প্রবন্ধ (*প্রবন্ধ সংগ্রহ* : প্রমথ চৌধুরী ও *শাশ্বত বঙ্গ* : কাজী আবদুল ওদুদ)

৩১৭ : বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব।

৩১৮ : তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান।

বর্তমানে প্রচলিত বাংলা সাহিত্য বিষয়ক এই পাঠক্রমে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

ক) ১০০০ নম্বরের মোট ২০টি কোর্স শিক্ষার্থীদের পাঠ করতে হবে; এর আগে ছিল ৮০০ নম্বরের ১৬টি কোর্স। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯২১-২২ শিক্ষাবর্ষে বাংলা সাহিত্যের জন্য নির্ধারিত ছিল মোট ৪০০ নম্বর।

খ) বিশ শতকের বেশ কজন লেখকের রচনা পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে।

গ) প্রধান লেখকদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১টি কাব্য ও ১টি নাটক, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১টি উপন্যাস ও ১টি প্রবন্ধ-সংকলন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৫টি কাব্য, ১টি নাটক ও গল্পগুচ্ছ, মীর মশাররফ হোসেনের ১টি উপন্যাস, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১টি উপন্যাস ও কাজী নজরুল ইসলামের ১টি কাব্য পাঠ্য হয়েছে।

ঘ) বাদ পড়েছেন কায়কোবাদ ও তিরিশোত্তর কবিরা।

ঙ) প্রবন্ধ সাহিত্যকে যথোচিত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

চ) আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে বেশি পড়তে হচ্ছে নাটক—পাঁচটি।

বাংলা বিভাগের পাঠক্রমে পরবর্তী রদবদল হবে আগামী শতাব্দীতে।

টীকা

প্রবন্ধের প্রায় সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বার্ষিক ক্যালেন্ডার, সিলেবাস ও বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থেকে। সেজন্যে সব ক্ষেত্রে সূত্র নির্দেশ করা হয়নি। অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সূত্র নির্দেশিত হয়েছে।

১ক। শ্রীসুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত রচিত আত্মজীবনীমূলক রচনা *তে হি নো দিবসা:* ('কল্‌কাতা-১৯৮৪) গ্রন্থের 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা' 'শীর্ষক অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা আছে।

১খ। তৎকালীন উপাচার্য পি.কে. হার্টগ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যে চিঠি লিখেছিলেন, গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সেটি সম্পুর্ণ উদ্ধৃত করা হলো। মূল চিঠি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ডরুমে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষিত আছে।

Sept 8.1924

Dear Dr. Rabindranath Tagore.

You will be glad to know that we have appointed Mr. Charu chandra Banerjee as our lecturer in Bengali. I feel that he will be a great acquisition to the University. I have always been very anxious to promote the teaching of the mother tongue and I feel that this is a step in the right direction.

With many thanks for the trouble you have taken in the matter and with kindest remembrance

I am

Yours sincerely

P.J.H

Vice Chancellor.

২। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, 'আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের প্রথম পঁচিশ বৎসর': *সুবর্ণলেখা*, সম্পাদক আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৭৪) পৃ. ৩৪-৩৫

৩। পূর্বোক্ত, সম্পাদকীয় পৃ. ৯৬১

৪। Calender for the session 1929-35। University of Dacca. প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮৮

৫। ২২.৯.৪৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের রেজুলেশান

৬। ২২. ৮. ৫১ তারিখে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের রেজুলেশন

৭। *রেখাচিত্র*, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৬৮), পৃ. ৩০৮-১০

৮। জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট (পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা দফতর : ১৯৬১) পৃ. ৫১।